বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

দ্বাবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা

১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক: ড. রোকেয়া ফাহমিদা, পরিচালক

সহকারী সম্পাদক : তানযিনা আক্তার, সহকারী পরিচালক

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

www.bpatc.gov.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, দ্বাবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা ১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 22th Year Issue 1429-1430/2022-2023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা

Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

©বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০২৩
ISSN : 1605-7023 (Print)
DOI : https://doi.org/10.36609/blp.i22
টেলিফোন : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ২০৮০-৮৫, ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০১০-১৬
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০২৯
ওয়েব সাইট : www.bpatc.gov.bd
জার্নাল ওয়েব সাইট : http://journals.bpatc.gov.bd/index.php/blp

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মূদ্রণে : নেক্সট স্টেপ কমিউনিকেশনস
৩৭/২, ফায়েনাজ টাওয়ার (৩য় তলা), কালভার্ট রোড
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন: ০১৮৫৫২২৫৪৪২, ০১৮৫০২১৯৩৪৩
E-mail: nextstepc20@gmail.com

লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

প্রাক-কথন

বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার একটি আলাদা মর্যাদার স্থাণ রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান-এর ৩য় ধারা অনুযায়ী বাংলা বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ভূমিকার জন্য সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষার মধ্যে এঁর আলাদা বিশেষ পরিচয় আছে। উপ-মহাদেশীয় সময়ে এ ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে (আসাম, উড়িষ্যা, নেপাল, বার্মা) প্রভাব বিস্তৃতির সাথে সাথে অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে[১]। পূর্বে বঙ্গাল, বাঙ্গালা বা বাঙলা দিয়ে এ অঞ্চল, এর অধিবাসী বা ভাষাকে বোঝান হতো যা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ভাষা অর্থে 'বাঙলা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়[২]। এটি বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের দু'টি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা), ও দক্ষিণ আসাম বা আসামের বরাক উপত্যকা, এবং সিয়েরা লিওন- এর দাপ্তরিক ভাষা। এছাড়াও, ভারতের বিহার, অরুণাচল, দিল্লি, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, ন্যাগাল্যান্ড এবং উত্তরাখন্ড-এ বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বিশ্বের মোট ১৫৩ মিলিয়ন বাংলা ভাষায় কথা বলে। স্থানীয় ভাষাভাষীর দিক থেকে এটি ৫ম বৃহত্তর ভাষা এবং ব্যবহারের দিকে থেকে ৬ষ্ঠ সর্বাধিক কথ্য ভাষা[৩]। পাকিস্তান শাসনামলে বাংলা ভাষার দাবি আদায়ে বাঙ্গালীদের আত্মত্যাগ মহিমান্বিত করতে এবং ভাষা শহীদদের স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি ১৯৫৩ সাল থেকেই শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়ে আসছে। যে দিনটি শুধুমাত্র বাংলাদেশে শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হত তা ২০০০ সালে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে[৪৩৫]।

একটি ভাষা বিকাশের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও প্রমাণ মিলে তার সাহিত্য ভান্ডার থেকে। তেমনিভাবে, সে ভাষার গবেষণা ও প্রকাশনা তার ভাষাভাষীদের জন্য জ্ঞান আহরণের পথকে সুগম করে। আমাদের এই বাংলা ভাষায় 'বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা' প্রকাশের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যও ভাষাকে সমৃদ্ধ করা এবং গবেষণালব্ধ জানাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা। তথাপি, বর্তমান সময়ে বাংলায় গবেষণাধর্মী প্রকাশনায় আগ্রহের ভাটা পড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পাদটীকা (তথ্য সহায়িকা):

১। কালাম, আ এবং মোরশেদ, ম, ১৯৭৫, বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

২। আউয়াল, মো আ, ১৯৮৬, বাঙলা ভাষার ইতিহাস, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস।

৩। The Business Standard ২০২২, Languages of Bangladesh, ২১ ফেব্রুয়ারি।

৪। রফিক, আ, ২০১৪, একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাপিডিয়া, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE_%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8, তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২৬.১১.২০২৩

৫। ইসলাম, সি, ২০১৪, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বাংলাপিডিয়া, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A7%87_%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF, তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২৬.১১.২০২৩

পত্রিকার দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা প্রকাশের নিমিত্তে গবেষণাধর্মী লেখা আহবান করা হলে অনেক কম সাড়া পাওয়া যায়। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে গবেষকদের সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। অন্যদিকে, আইসিটি বিষয়ক নির্ভরশীলতাও পরীলক্ষিত হয় (যেমনঃ গুগল ট্যান্সলেটর-এর ব্যবহার)। উপরন্তু, অনেক লেখা মানসম্মত না হওয়ায়, অনেক ক্ষেত্রে পরিমার্জনের পর, পর্যালোকবৃন্দ কর্তৃক বাতিল করা হয়। আমাদের জাতিসত্তা অক্ষুন্ন রাখতে নিজ প্রয়োজনেই নিজ ভাষায় জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালাতে হবে।

আলোচ্য পত্রিকার প্রথম লেখাটি বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম সংযোজন হবে বলে আশা করা যায় যা থেকে পরবর্তীতে নব্য গবেষকবৃন্দ উপকৃত হবেন। প্রবন্ধটির লেখক জনাব মাহামুদুল হক "শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন" বিষয়ক আলোচনায় চমৎকার ও সুন্দরভাবে ১৯৭৫ সাল পরবর্তী ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থাপন করেছেন। যেকোন বয়সের পাঠক কয়েকটি অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করেই পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বিষয়ক সঠিক ধারণা পেয়ে যাবেন। গণতন্ত্রের উন্নয়নকে গতিশীলতা দান করতে, তথা দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব। কিন্তু, পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে সামরিক, আধা-সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা সে পথের অন্তরায় হয়ে ছিল। লেখক স্বাধীনতার পর শেখ হাসিনার প্রথম বংলাদেশে ফিরে আসাকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথে একটি অগ্রগতি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কেননা শেখ হাসিনা দেশে ফিরেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলনে নেমে পড়েন। সে পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। তাঁকে অনেক হামলা, গ্রেফতার বা আটক হওয়া, গৃহবন্দি থাকা ইত্যাদি ঘটনার শিকার হতে হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি প্রথম ক্ষমতায় আসেন এবং ২০০৮ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে সরকার গঠন করেছেন। এই চার মেয়াদে শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশ পেয়েছে উন্নয়নের ছোঁয়া, যেমনঃ আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সমাধান, আবকাঠামো উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন, ইত্যাদি। তাঁর যুগোপযোগী পরিকল্পনা তথা এ সময়ের রাজনৈতিক স্থিরতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র নিশ্চিত করেছে যা উন্নয়নের পথে প্রধান পাথেয়। এ বিষয়সমূহের গবেষণালব্ধ আলোচনা লেখক যথার্থই বর্ণনা করেছেন।

মোহাম্মাদ সাদ্দাম হোসাইন তাঁর "বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরি" লেখায় একটি আদি কিন্তু চলমান আর্থ-সামাজিক সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, শ্রমিকদের মজুরি মালিকপক্ষের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারা না পারায় একটি শ্রমিক সংগঠনের সফলতা নির্ভর করে। লেখক শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে ন্যূনতম মজুরির গুরুত্ব বোঝাতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনাসহ অন্যান্য দেশে অনুসৃত পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। তুলনামূলক আলোচনায় দেখ্যেছেন প্রতিযোগী দেশ থেকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কম, কিছু ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক। বিশ্বের অন্যতম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হওয়া সত্তেও প্রবৃদ্ধির সাথে এখানে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে না- এ বিষয়টিই ছিল তাঁর গবেষণার মূল ইন্ধন। তিনি বাংলাদেশের তৈরি পশাক শিল্পে নিম্ন মজুরিতে বৈশ্বিক প্রভাব ও নীতি প্রণয়নে বিভিন্ন মহলের মতামত পর্যালোচনা করেছেন, যেমনঃ মজুরি কমিয়ে রাখতে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাব। উপরন্তু, বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যেমনঃ বেতন বিহীন ছুটি, বেতন বাড়ালে শ্রমিক ছাঁটাই-এর প্রবনতা, বাসস্থান ও দ্রব্যমূল্যের

উর্দ্ধগতি, ইত্যাদি এ দেশে প্রকট রূপ ধারণ করে আছে যা শ্রমিকদের স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহে বাধা সৃষ্টি করে এবং এভাবে জীবন মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। গবেষক তথ্য সংগ্রহে সাধারণ শ্রমিক নেতা, বিভিন্ন ফেডারেশানের নেতৃবৃন্দের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যার উপস্থাপন লেখাটিতে অভিনবত্ব প্রদান করেছে। এখানে শ্রমিকদের নায্য মজুরি ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদানে কোন পন্থায় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা উচিৎ তা নিয়ে আলোচনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। তিনি এ সমস্যার গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য সমাধানের জন্য প্রবন্ধের শেষ অংশে সুপারিশমালা উপস্থাপন করেছেন, যেমনঃ মজুরি নির্ধারণে আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গনে আলাপ আলোচন, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, নারী শ্রমিকদের সমান সুবিধা প্রদান, স্বল্প খরচের আবাসনের ব্যবস্থা করা, বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পরিচালনা করা, ন্যূনতম মজুরি প্রতি বছর সমন্বয় করা, ইত্যাদি, যা নীতি প্রণয়নকারী, অংশীজন, এবং অন্যান্য পাঠকদের জন্য গুরুত্ববাহী হতে পারে।

আমাদের সামাজিক জীবনে প্রজন্ম ব্যবধান একটি সর্বদা আলোচিত বিষয়। আইসিটি'র উন্নয়ন বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বার্তমানে সামাজিক মূলধনে ব্যপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তাই, "ছাত্র সম্প্রদায়ে সামাজিক মূলধনের পরিমাপ" প্রবন্ধটি পাঠকদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করবে । যেখানে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সকল কিছু অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করছে, সেখানে নুমান মাহফুজ ও অন্যান্য অনেক সামাজিক সমস্যা সমাধানে সামাজিক মূলধনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সামাজিক মূলধনের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধান একটি নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটায়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষকগণ ঢাকা মেট্রোপলিটনের শিক্ষার্থীদের বেছে নেন যেদের থেকে আন্তঃব্যক্তিক বিশ্বাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা, নাগরিক সহযোগীটা, ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। তথ্য উপস্থাপনে ১১-২২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের ৩ স্তরে ভাগ করা হয়। দেখা যায়, তাদের প্রতিক্রিয়ায় ভিন্নতা আছে। প্রাথমিক অবস্থায় সামাজিক মূলধন হিসেবে পরিবার ও বন্ধু বেশি নির্ভরযোগ্যতা পেয়েছে। স্কুল থেকে কলেজে পদার্পণের সাথে ছাত্রদের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে যেতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাদের গবেষণার ফলাফলে আরও দেখা যায়, ছাত্রদের বেশিরভাগ স্বেচ্ছায় প্রতিবেশী বা অন্য নাগরিকদের সহযোগিতা করতে যায়। সর্বোপরি, তাঁরা সুপারিশ করেন সময়ের সাথে সামাজিক পুঁজি খানিক হ্রাস পেয়েছে যা বাড়ানোর জন্য কাজ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশী জাতিসত্তার একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হল বাংলা ভাষা। একটি ভাষাকে চিরঞ্জীব করতে প্রয়োজন সে ভাষায় জ্ঞানের চর্চা করা। নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং গবেষকবৃন্দের জ্ঞান আহরণের আগ্রহ অব্যহত রাখতে এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা রাখছি। সবশেষে, দেশের গবেষকগণ বাংলাতে গবেষণা এবং প্রকাশনা করে এ ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে উত্তরোত্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবেন এ প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি।

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
ডিসেম্বর, ২০২৩

তানযিনা আক্তার
ও
ড. রোকেয়া ফাহমিদা